দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

188

এ কেমন সিদ্ধান্ত

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক–কর্মকর্তা–কর্মচারীর সন্তানরা ভর্তি পরীক্ষায় শুধুমাত্র অংশগ্রহণ করলেই ভর্তি হতে পারবে। একজন ছাত্র হিসেবে আমি এর বিরোধিতা করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। প্রতিবছর হাজার হাজার ছাত্র/ছাত্রী যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সিট স্বল্পতার জন্য প্রতিযোগিতায় না টিকে সেখান থেকে ফিরে আসে, আর তার বিপরীতে ভর্তি পরীক্ষায় পাস ছাড়াই ভর্তি কতটুকু মানবিকতার পরিচয়? যে শিক্ষক সমাজ শিক্ষা দেন, "মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে হবে।" সে শিক্ষকরাই কিভাবে এই স্বজনপ্রীতি সূচক সিদ্ধান্তটি মেনে নিবেন? এভাবে নতুন এই আইনটি তৈরির ফলে একদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক–কর্মকর্তা সমাজ যেমন করবেন সুযোগের অপব্যবহার, অন্যদিকে তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ও হয়তো পাবে কিছু মেধাহীন ছাত্র–ছাত্রী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে যখন এমনিতেই ভর্তি হওয়া যাবে তখন অনেক ছেলে–মেয়েই পড়াশুনার প্রতি হবে অমনোযোগী। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হিসেবে নিঃসন্দেহে, কিছু সুযোগ সুবিধা ভোগ করার অধিকার প্রত্যেক শিক্ষকেরই আছে। কিন্তু এ সিদ্ধান্তটির সঙ্গে তাদের সন্তানদের জীবনের মৌলিক বিষয় জড়িত যা ভবিষ্যতের জন্য প্রশ্নের বিষয়। তাদের উচিত সমাজের আর দশজনের সাথে তাদের সন্তানদের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে গড়ে উঠানো। তাই সিদ্ধান্তটি পুনরায় বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

স্বাধীন হাসান
৩২০, লেঃ সেলিম হল, বিআইটি,
রাজশাহী।